বাসর-কৌতুক নাটক।

প্রথমাঙ্ক।

(নটের প্রবেশ)

নট। (স্বগত) আহা! আজ কি রমণীয় সভা হয়েছে, নভোমণ্ডলে শুধাংশু উদয় হইলে ও শুধাংশুর অংশু জলনিধির জল রাশিতে পতিত হইলে যেরূপ শোভা সম্পাদন করে, আজ এই সভার শোভা মদীয় হৃদয় আদর্শে প্রতিবিম্বস্থলে সেই-রূপ সন্তোষ প্রদান কর্‌ছে, আ-মরি-মরি, কমলবন বিক-সিত হইলে সরোবরের যেরূপ শোভা হয়, মধুমাসে দিবস শেষে যেরূপ সুচারু শোভা নিষ্পাদন করে, আজ এই সভার শোভা সকল শোভাকে ত্রপা-তরীষে নিমগ্ন করেছে, যাহক সভারঞ্জন গণের মনোরঞ্জন না করিলে সজ্জনগণের আশা ভঞ্জন জন্য আমার অন্তর অপযশ অঞ্জনে আচ্ছাদন কর্‌বে, তাই তো কি করি? তবে আমার মনোহারিণী শশধরবদনী, প্রাণদায়িনী, প্রণয়িনীকে ডাকি, প্রিয়ে! একবার মোহিনী বেশে এই সভায় এসে সমাগত সজ্জনগণের মনোরঞ্জনের উপায় কর্ত্তে হবে।

(নটীর প্রবেশ)

রাগিনী—খাম্বাজ। তাল—একতালা।

কেন হে ডাকিলে নাথ।
একি হে উচিত, এ ঘোর ঘূর্ণিত, হইল নিশি-ত,
ত্রিযামাতীত।

ছি ছি সখা একি করিলে রঙ্গ, কাঁচাঘুম আমার
করিলে ভঙ্গ, চলিতে না পারি, নারী জন্ম ধরী,
পরাধীনা নারী বলে, কি এত।

নটী। নাথ! মরি মরি হে লাজে, অধিনীকে ডাক্‌লেন কেন এ সভার মাঝে।

নট। প্রিয়ে! তোমার লজ্জা হয়েছে, তা হতে পারে, কিন্তু যখন তোমার লজ্জা নিবারণ এই সভায় বর্ত্তমান আছে তখন আর তোমার লজ্জার আধিপত্য খাট্‌বেনা, অধুনা লজ্জা ত্যাগ করে যাহাতে এই সভা রঞ্জন মহোদয়গণের মনোরঞ্জন হয় তা তোমায় কর্ত্তে হবে।

নটী। (সহাস্যে) আমার এমন কি গুণ আছে যে, এই সমাগত সজ্জনগণের মনোরঞ্জন করবো?

নট। প্রিয়ে! তোমার যদি গুণ না থাকবে, তবে আমি তোমাকে পলকে অদর্শন হতে পারি না কেন? সে যাক্ তুমি নাকি বেস গাইতে পার?

নটী। নাথ! আমি গাইতে পারি কি না তাতো আপনার কাছে অপ্রকাশ নাই।

নট। অপ্রকাশ নাই বলেইত বল্‌ছি। এক্ষণে কোন অভিনব অভিনয় দ্বারা সভাসীন সজ্জনগণের চিত্ত বিনোদন হয় বল দেখি।

নটী। ইদানি যেরূপ নাটকের ছড়াছড়ী হয়েছে তাতে আর নাটক শুন্তে কি অভিনয় কর্ত্তে ইচ্ছে হয় না, তবে সমাগত সজ্জনগণের চিত্ত বিনোদন জন্য যদি অনুরোধ করো তবে কোন তরঙ্গ রস সংযুক্ত বিষয় অভিনয় কল্লে ভাল হয় না?

নট। প্রিয়ে! তুমি যথার্থ ধীমতী, তোমার বাক্য প্রণালী গুলি আমার শ্রবণ বিবরে যেন অমৃত বর্ষণ হল তুমি আমা অপেক্ষা শত গুণে প্রত্যুৎপন্ন মতিত্বা, অন্যান্য প্রণালি আমোদা-

পেক্ষা তরঙ্গ রস সংযুক্ত বিষয় আলোচনা করাই অতীব মঙ্গলকর, আর এতে সকল লোকেরই মনোরঞ্জন হবে, তবে কোন বিষয় অভিনয় কল্লে ভাল হয় ?

নটী। নাথ! অধুনা যে নূতন "বাসর কৌতুক" নাটক খানি প্রকাশিত হয়েছে এস তারিই আজ অভিনয় করা যাক্।

নট। হাঁ উত্তম বলেছ, তোমার বুদ্ধি যে এরূপে পরিনত হয়েছে তা আমি এত কাল জানি না, জয়দ্রথের দুঃশালা, অভিমন্যুর উত্তরা, মদনের রতী যেরূপ প্রণয়িনীরূপে অবতীর্ণা হয়েছিলেন তুমি ও আমার সেইরূপ প্রনয়িনীরূপে অবতির্ণা হয়েছ।

নটী। নাথ! সেটা উভয় পক্ষেই, সে যাহোক্ দেখ যামিনী নিশিথ প্রায়, আর সভাসীন মহোদয়গণের মনের ভাব ও সচঞ্চল হয়েছে, এস নাটকারম্ভ করা যাক্ (শুভস্যাং শীঘ্রং)

নট। আহা! উত্তম বলেছ, তোমার কথা প্রণালিতে আমার মন যেন অমৃত রসাভিসিক্ত হল, আজ তোমার রশনাগ্রে যেন ভারত-মাতা বীনা-পানি ভারতী আসিয়া অধিষ্ঠাত্রী হয়েছেন (ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া) তা চল আমরা নেপথ্যে বেশ ভুষা করে আসি গে।

নটী। হাঁ তবে চল ?

[উভয়ের প্রস্থান।

(অম্বিকা চক্রবর্ত্তীর শয়ন গৃহ)

অম্বিকা ও শুশীলা উভয়ে স্ত্রী পুরুষে শয়ন,

অম্বি। (স্বগত) আ! কি গ্রীষ্ম! একবার ও নিদ্রা হল না, [তাতায়নের দ্বারা ইতস্ততঃ অবলোকন করিয়া] এই যে রাত্রি ও প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, আহা! গগণের নক্ষত্র গুলি যেন হীরক খণ্ডের ন্যায় ঝিক্ মিক্ কচ্ছে, গাঢ় ধ্বান্তমুখ করী যেন জগৎকে আক্রমণ করিয়া শন্ শন্ শব্দে যন্ত্রণা প্রদান কর্‌চে

শ্রীব্রজমোহন মহাশয়

তরুবৃন্দের শাখা প্রশাখা সকল খদ্যোৎ মালার দ্বারা শুশোভিত হওাতে বোধ হয় যেন গলে মুক্তামালা পরিধান করিয়া প্রণয়ের অমিয় ভাব প্রকাশ কর্‌ছে, পৃথিবী নিস্তব্ধ! ত্রিলোক বিমোহিনী নিদ্রাদেবী স্বভাবের চেতন হরণ করে স্বস্থানে প্রস্থান করেছে, কি ভয়াবহ সময়! এসময়ে ভীষণ সাহসী পুরুষের মনে ও ভয়ের সঞ্চার হয়ে থাকে, তাইত একেলা বসেই বা কি করি,—— (প্রকাশ্যে] —— প্রিয়ে! ওপ্রিয়ে? কই কিছুই সাড়া শব্দ পেলামনা, হুঁ স্ত্রীলোকের নাকি নির্ভাবনার শরীর তাতেই এত গাঢ় নিদ্রা, পুরুষের মতন ভাব্‌তে এত ঘুম কদাচই হত না (একবার গলা ছেড়ে দিয়ে ডাকা যাক্] [উচ্চস্বরে] শুশীলে ও শুশীলে?

শুশী। [সহসা গাত্রোত্থান করিয়া] আঃ রক্ষেই পাই, বলি এর মধ্যেই আবার আমাকেডাক্‌চো কেন? এইমাত্র শুয়ে চক্ষুদুটী বুজে ছিনু, আপনি ও ঘুমোদেনা, আর আমাকে ঘুমোতে দেবে না।

অম্বি। প্রিয়ে! আমার চকে কি নিদ্রা আছে, দিন রাত্রি ভেবেং পেটের ভাত চাল হয়ে গেল, জগদীশ্বর এদায় থেকে কবে যে উর্দ্ধার কর্‌বেন তাই সদা সর্ব্বদা ভাব্‌চি, ।

শুশী। [সচকিতে,]—কেন কি হয়েছে, ভাব্‌নাটাই তোমার এত কিসের হল, বসেং জেগে স্বপ্ন দেখ্‌চো নাকি।

অম্বি। এক রকম সপ্নই বটে, নিদ্রাবস্থায় সপ্ন দেখ্‌লে জাগ্রত হলেই তার নিবৃর্ত্তি হয়, আমি জেগেং সপ্ন দেখ্‌চি এর আর ন্যূনাধিক্য নাই এক সমানই চলেছে।

শুশী। কাণ্ডটাই কি বলদেখি শুনি, তোমার বাঘছেদো কথা শুনে আমার মনে বড় ভয় হচ্ছে, শীঘ্র বল।

অম্বি। [সক্রোধে]—বল্‌বো আমার মাথা আর মুণ্ডু, কেন তুমি কি কিছুই জান না, ভাল সংসারের কোন কর্ম্মটা বয়ে

যাচ্ছে, কোনটা ন্যায় কোনটা অন্যায়, কোন বিষয়ের তোমার ভাবনা হয় না॥

শশী। আমরা এমন ভাবনার ধার ধারিনে, যার ভাবনা সেই ভাব্‌বে এই ক্ষণ-স্থায়ি জীবন ধারণ করে ভাব্‌ব আবার কার জন্য, অদৃষ্টে যা আছে তাই হবে, সে যা হৌক্‌ এখন তোমার এ আকাশ ফুটো কথাটী কি বল শুনি।

অশ্বি। প্রিয়ে! তোমাদের ত আর কিছুই নেই, কেবল থাক্‌বার মধ্যে নাকের-ডগে রাগটুকু আছে, এত বড় আইবড় মেয়ে ঘরে রৈল এতে নিশ্চিন্দ হয়ে কেমন করেই বা থাকি, আর পেটেই বা ভাত দিই কেমন করে।

শশী। ওমা তা এরজন্যে এত ভাবনা! কেন তোমাদের বংশাবলীর রীত ব্যভার যা আছে তাই করে ফেল্‌ না, এর ভাব্‌না এত ভাব্‌চো, আমি বলি কি ছেলেই ইঁদুরে কেটেছে।

অশ্বি। [ঈষৎ হাস্যে],এটা বুঝি তোমার সামান্য ভাব্‌না হল, তা, হতে পারে, তোমাদের সমুদ্রে ও এক হাটু জল হয় না, তা আমি জানি, প্রিয়ে! আমাদের বংশাবলীর কি এমন রীত ব্যভার আছে যে, তুমি উপহাস করে বল্লে?

শশী। কেন বিক্রমপুর পাভানা,——ঘেটে ছুরফুটে না বল্লে বুঝি শুন্তে ভাল লাগেনা, যা—হৌক——যা—হৌক — কি গুণ্‌বান পুরুষই জন্মেচ, (স্বজল নেত্রে] পোড়া বরাতে যে এমন ছিল তা স্বপ্নেও জানিনে, এমন জন্মে ও ধিক আর এ পোড়া বরাতে ও ধিক্‌ [অঞ্চল দ্বারা নয়নদ্বয় মার্জ্জন],

অশ্বি। এ আবার ধানভান্তে শিবের গীত কেন, আর শরৎকালের বৃষ্টির মতন বারিই বা চক্ষে বর্ষণ হল কি জন্য, চুপ কর চুপ কর আচ্ছা তোমায় একটা কথা জিজ্ঞাসা করি এখন তোমার মত কি বল শুনি, তুমি আমাকে যা বল্‌বে আমি তাই কর্‌বো তবে

আমার এ জীবন ধারণ করাই বৃথা। এস দেখি দুজনে সুয়ে সুয়ে পরামর্শ করি।

শশী। কেন বসেং বুঝি আর পরামর্শ হয় না, আর পরামর্শ কি করবে বল, আপনার ক্ষমতা বুঝে কর্ম্ম করবে, একটী সৎপাত্র দেখে মেয়েটীকে দানকর্ত্তে পার, এরবাড়া সুখ আর কি আছে, দেখ্‌তে ভাল, শুন্তে ভাল, আর পরকালে ও ভাল হবে, আর তা না পার, বেচারাম নাম ধর গে।

অশ্বি। প্রিয়ে! আমার যতদুর পর্য্যন্ত ক্ষমতা তাতো তোমার অ-গোচর নাই [বিশ্বকর্ম্মা যেমন কারিকর তা একা জগন্নাথেই প্রকাশ আছে], যদি ক্ষমতা থাক্‌বে তা হলে আর বসেং ভাবব কেন বল, [আস্তেং] মেয়েটী ও প্রায় বার তের বচরের হল, আর কি রাখ্‌তে পারা যায়? একেতো এই কলিকাল, আবার কোন দিনে এক কাণ্ড হয়ে যাবে, কি করা যায় বল দেখি।

শশী। দেখ, আমাকে যদি জিজ্ঞসা কল্লে তবে বলি শোন, মেয়ে-টীকে একটী সৎপাত্র দেখে দিতে ও হবে অথচ কিছু নিতে ও হবে, বেচ্‌ব বলে যে একটা গো-মুর্খকে ধরে দেব তা এ প্রাণ থাক্‌তে হবে না, দুদিক বজায় থাকে এই রকম একটী সুপাত্র শীঘ্র অন্বেষণ কর,

অশ্বি। হঁা, এ অতি উত্তম পরামর্শ হয়েছে, দেখদেকিন আমি এক ক্ষণ বসেং আকাশ পাতাল ভাব্‌ছিনু [রথ ও দেখ্‌তে হবে, কলা ও বেচ্‌তে হবে], এ রকম কার্য্য না হলে কি সকল দিক বজায় থাকে, আমি তবে শীঘ্র একটী সুপাত্রের অন্বেষণ করি।

শশী। হঁ্যা, শীঘ্র শীঘ্রই এ কর্ম্মটী নির্ব্বাহ কর্ত্তে হবে। মেয়েটী যে রকম বাড়ন্‌ত্তো হয়ে উঠেছে, লোকে দেখ্‌লে শিউরে উঠে আর পাড়া ঘরে ও যেন একটা মাগী হয়ে উটেছে, আর ঘরে রাখ্‌তে ইচ্ছে হয় না।

অগ্নি। প্রিয়ে, সাধ করে কি আমি ভাব্‌ছিনু, এমন মেয়ের বিবাহ না দিয়ে নিশ্চিন্দ থাকা আর কাল ভুজঙ্গ শিরদেশে রেখে শয়ন করা তুল্য, যত দিন যাচ্ছে তত আমার শরীরের রক্ত শুকায়ে যাচ্ছে, হিমাগমে যেমন কমলের কোমল ভাব তিরো-হিত হয়, আমার ও ঠিক্‌ সেই রকম হয়েছে, [চতুর্দ্দিকে অব-লোকন করিয়া],—এই যে যামিনী ও শুভ্র-বেশ-ধারিনী হয়েছে, আকাশের নক্ষত্র গুলি যেন পরিশুষ্ক কুসুমের ন্যায় দেখাচ্ছে, তারাপতি সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া প্রভাতে যেন নিভৃত প্রদেশ অন্বেষণ করছেন, কুমুদিনীও অলস ভাবে অবসন্ন হোয়ে নিদ্রাবেশে যেন নয়ন মুদ্রিত করিল. দক্ষীণ দিক হইতে সুধা সম মন্দহ প্রভাত সমীরণ বহিতে লাগিল, নিশার শিশির মুক্তা কলাপের ন্যায় বৃক্ষের পত্র হইতে পতিত হতে লাগিল,——প্রিয়ে গাত্রোত্থান কর, রজনী প্রভাতা হয়েছে দুর্গা দুর্গা শ্রীহরি দুর্গা।——

যবনীকা পতন।

দ্বিতীয়াঙ্ক।

[ঘটকের প্রবেশ]

ঘটক। [সদর দ্বারে প্রবেশান্তর],—চক্রবর্ত্তী মশাই বাটীতে আছেন গো,————

অগ্নি। [হুকো টানিতেহ আসিয়া] আরে কেও ঘটক ভাই যে, তবে সব মঙ্গল ত।

ঘটক। আজ্ঞে হাঁ, আপনার আশির্ব্বাদে সমস্ত এক রকম মঙ্গল বটে।

অগ্নি। এখন কোথা থেকে আশা হচ্ছে?

ঘটক। এই ঘোষাল মহাশয়েদের বাটী থেকে, হ্যাঁ চক্রবর্ত্তী মহাশয় আপনার নাকি একটী অবিবাহিতা কন্যা আছে।

অম্বি। হাঁ ভাই, একটী অবিবাহিতা কন্যা আছে, কন্যাটীও বিবাহের যোগ্য কাল উপস্থিত হয়েছে, তা বিবাহের জন্য আমি বড় ভাবিত আছি।

ঘটক। কেন বিবাহের স্থির কোথায় কর্ত্তে পাবেন না, আমি ও একটা মন্তব্য করে এসেছি, তা আপনার মেয়েটীর বয়ক্রম কত হয়েছে?

অম্বি। [স্বগত] শূণির উপরটার কথা আর বলা হবেনা], [প্রকাশ্যে], — এই সাড়ে নয় বচরে পড়েছে।

ঘটক। তবে বিবাহের যোগ্য কাল দেখা দিয়েছে, [পরিহাস ছলে] চক্রবর্ত্তীমশাই, সাড়েনয় বচরে পড়েছে বল্লেন কেন? দশ বচরে পড়েছে বল্লেইত বেস হত, আপনি নয়ের কোটা বুঝি বজায় রাখ্তে চান্।

অম্বি। ভাই, তা জাননা, স্নেহ নাকি নীচগামী, ছেলেপীলের বয়সের কথা বেশী বল্তে মুখ্টো বাদু বাদু করে, তা আমি পাকে প্রকারে যথার্থ কথাই বলেছি [উভয়ের হাস্য],——

ঘটক। সে যা হক, বিবাহের স্থির কি কোথায় ও কর্ত্তে পারনাই,

অম্বি। না ভাই, স্থির কোথায় ও কর্ত্তে পারি নাই, ও নাকি প্রজাপতির নিবন্ধন, আমি যত চেষ্টা করি না কেন যে দিনের যা তা হবেই, আর বিবাহের ফুল না ফুটলে কার সাধ্য বিবাহ দেয়; জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ ও শেটেরাঁঘরের লিখন, মনে কল্লেই তো হয় না।

ঘটক। চক্রবর্ত্তী মশাই, বোধ হয় আপনার কন্যার বিবহের ফুল এইবার ফুটেছে, তা আপনি কি রকমে কর্‌বেন বলুন দেখি।

অম্বি। [উপহাস্য], ——ভাই এটী তুমি নিতান্ত নির্ব্বোধের

ন্যায় কথা বল্লে ? সুধায় কি কার অরুচি আছে ? কন্যা দান কল্লে পৃথিবী দানের ফল পাওয়া যায়, তা ভাই কি কর্‌ব বল অদৃষ্ট তেমন নয় ঐ যে একটা কথায় বলে [অদৃষ্টে না থাক্‌লে ঘি, ঠক্‌ঠকালে হবে কি], তা আমার তাই ঘটেছে।

ঘটক। তবে আর কি কর্‌বেন বলুন, ঋদ্ধির থাক্‌তো তা হলে সুস্থীর হতে পার্‌তেন, বিষয় থাক্‌লেই ব্যবস্থা হয়ে থাকে, সে যাহা হউক আপনি কত টাকা লবেন বলুন দেখি ?

অম্বি। ঠিক্‌ ঠিক্‌ বল্‌ব না দর কর্‌বেন ?

ঘটক। আপনি ঠিক্‌ ঠিক্‌ বলুন না, দরের কি আবশ্যক আছে।

অম্বি। ভাই, আমি বলি আর যা করি, এক চাপড়ের কম হবেনা।

ঘটক। এক চাপড়ের কম হবে না, আপনার যে এ ধনুঃভঙ্গ পোন হল ? না মশাই, তবে আমা হতে হল না, ও তো খাক্তি খদ্দের আমার হাতে তেমন নাই যে, এক কোপে কাট্‌ব, আপনি যে রূপ দর হাক্‌লেন শুনেই-ত পীলে চম্‌কে যায় ?

অম্বি॥ কেন ভাই, এ আবার অন্যায় দর কেমন করে হল বল, যেমন জিনিষ তেমনি দর দেবে তা এ আমার রোগা পট্‌কা মেয়ে নয় যে আধা কড়িতে বেচ্‌ব, ভাই তুমি অগ্রে আমার মেয়েটীকে দেখ তার পর দর করো ।

ঘটক। হাঁ একথা বল্‌তে পারেন [যেমন দান তেম্‌নি দক্ষিণে] তবে আপনার মেয়েটীকে লয়ে আশুন, কি রকম দেখা যাক্।

অম্বি। [অনতি বিলম্বে] এই আমার মেয়েকে দেখুন, হাতে-পাজি মঙ্গলবার কেন বল, যেমন জিনিষ তেম্নি দর করে বল।

ঘটক। [দেখিয়া স্বগত],—আহা ! উত্তম মেয়েটী, মুখখানি যেন শরত চন্দ্রের ন্যায় মনোহর কান্তি ! চুলগুলি যেন প্রলয় কালের মেঘের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ ! চক্ষুদুটি যেন হরিণীর দর্পচূর্ণ করে রেখেছেন ! নাসিকাটী ঠিক্‌ যেন টিয়াপাখি বসে আছে ! বর্ণ

যেন কাঁচাসোনা! কুচ-গিরি যেন সুমেরুর উচ্চ চূড়াকে উপহাস কর্‌বার উপক্রম হয়েছে! কোমরটী যেন মহাদেবের হস্তস্থিত ডমরুর মধ্যস্থল! পদদুখানি যেন জীবের মোক্ষপদ! মেয়েটী সর্ব্বাংশেই উত্তমা, সে যা হোক, ব্রাহ্মণ মেয়েটীর বিবাহ না দিয়ে কেমন করে রেখেছে, দেখ্‌লে গা শীউরে উঠে. বোধ হয় বয়েস ও প্রায় তের চদ্দ বচর হবে [প্রকাশ্যে], ওগো মা লক্ষ্মী. তোমার নাম কি বল দেখি। ——

প্রমদা। [মুখে বসন দিয়া মুখ অবনত ও নিস্তব্ধ], ——

অম্বি। দেখ, আমার ও মেয়েটী বড় লজ্জাশীলে, স্নাত চড়ে ও মুখে রা নেই, তা ওর নামটী হচ্চে প্রমদা।

ঘটক। হাঁ উত্তম নামটী রেখেছেন, যেমন নাম তেম্‌নি রূপ, তেম্‌নি শুশ্রী. বয়েস ও প্রায় তের চদ্দ বচর হবে বোধ হয়, আর মেয়েটী সুলক্ষন যুক্ত বটে, পোনা পোনের কথা যা বলেছেন তা বড় অন্যায় হয় না,—তবে আমার প্রক্তি একটু ——

অম্বি। ভাই, যেমন জিনিস তেম্‌নি দর বলেছি, আর যখন আমায় বেচ্‌তে হল, তখন্ আর পেটে এককথা মুখে এক কথায় দরকার কি আছে, আর বিশেষ তুমিত এ কর্ম্মের ব্রত্তি, তোমার হাত দিয়ে মাস গেলে দুটা পাচটা নির্ব্বাহ হয়? তুমি বাজার হাট সকলি জান? তোমায় আর অধিক কি বল্‌ব বল? ——

ঘটক। চক্রবর্ত্তী মশাই, দর যা বলেছেন তা ঠিক, কিন্তু দর দুটী আছে. একটী পাইকিরি দর, আর একটী খদ্দীরি দর, আপনি যে দরটী বলেছেন তা এটী খদ্দীরি দর হয়েছে, আমি খদ্দীরি দরে জিনিস নিয়ে কি কর্‌ব বলুন, তা হলে আর আমার এ কাযে লাভ কি।

অম্বি। (হাস্য মুখে] ওহে ভায়া, তার জন্য আর কর্ম্ম বন্দ

হবেনা, তোমার যা পাওনা তা জলেও ডুব্‌বে না, আগুনে ও পুড়্‌বে না, সে জন্য চিন্তা করোনা. এখন পাত্রটী কেমন বলদেখি,—— বয়েস কত হবে, দেখ্‌তে কেমন, লেখা পড়া কি পর্য্যন্ত শিখেছে, সমস্ত বিশেষ বল দেখি,—— অগ্রে শুনি তার পর অপর কথা,————

ঘটক। [সদর্পে] মহাশয়, পাত্রের গুণ আমি একমুখে কটা বল্‌ব বলুন,—চাপ্‌কান পরে সাহেব বড়ী চাকরী কর্ত্তে যায়, সাহেবের কাছে২ ফেরে, আর পেন কলমে লেখে, বেতন এখন কিছু বরাদ্দ হয় না, এইবার হবো২ হয়েছে, দেখ্‌তে এম্‌নি শুশ্রী, যেন কার্ত্তিক ময়ূর থেকে নেমে এল? ———

অগ্নি। [সহর্ষ্যে] ভাই, তবে রাজ যোটক হয়েছে, আমার যেমন মেয়ে তেমনি পাত্রটী মিলেছে, সকলি বিধাতার ভবিতব্য, —— আমার যা মানস তাই ঘটেছে।

ঘটক। চক্রবর্ত্তী মশাই, আপনি এখন পোনা পোনের কথা বলেদিন, আপনি বিবেচনা করে বল্লে তাতে আমি আর কোন কথাই বল্‌ব না।

অগ্নি। ভাই, তোমাকে বল্‌তেই কি. চারিশো টাকার কমে আমি একায কর্ত্তে পারি না, তবে তোমার বিষয় আমি পশ্চাৎ বিবেচনা করুব?

ঘটক। আমার বিষয় বিবেচনা কর্‌বেন বটে, কিন্তু বে-হু রালে যেন ছাৎলায় লাতি হয়না?

অগ্নি। ভাই, সেটা কি আর মনুষ্যের কথা? এখন কথায় যা বল্‌ছি তখন কাযে ও তাই করুব?

ঘটক। যে আজ্ঞে? তা হলেই হল? তবে বিবাহের একটা দিন স্থির করিয়া দিন, আমিও বরেদের বাড়িতে সংবাদ দিইগে-

অগ্নি। (একখানা পঞ্জিকা আনয়ন করিয়া),—— ওহে ভায়া ৫ বৈশাখ উত্তম দিন আছে, রাত্রি নয় দণ্ড তের পল গতে

বিবাহ লিখেছে' তা-ঐ-তারিখেই মতামত স্থির হল, আর আমি ও আগত বাসরে পাত্রটীকে একবার দেখে আস্‌ব?—

ঘটক। যে আজ্ঞে তবে অবশ্য যাবেন,—

[ঘটকের প্রস্থান।

ইতি দ্বিতীয়াঙ্ক। [যবনীকা পতন।

তৃতীয় অঙ্ক।

(অম্বিকা চরণ চক্রবর্ত্তী ও শুশীলার কথোপকথন।

শুশী। (পতিকে দেখিয়া) বলি, আজ যে মুখ খানি হাসি হাসি দেখছি, ঠিক্ যেন গোবরে পদ্মফুল ফুটেছে,— অমাবস্যার পর একবারেই পূর্ণচন্দ্র উদয় হ'ল আজ কি জন্য?

অম্বি। (হাস্যাস্যে) প্রিয়ে, হাসি কি আর অম্নি মুখ থেকে বেরয়, হাস্‌বার কায করেছি তাই হাস্‌ছি, এখন আমিত খুব হেসেছি, এইবার তোমাকে হাসাব বলে তোমার কাছে এলাম।

শুশী। কি এমন কায করেছ যে, আপনি হেসেছ, এবং আমাকে হাসাতে এসেছ, পাগল হয়েছ নাকি?

অম্বি। প্রিয়ে! তা নয়, আজ প্রমদার সম্বন্ধ ঠিক্ করেছি, প্রেমদার বিবাহের জন্যে ভেবে ভেবে যেন পাগল হয়েছিনু; আজ যেন আকাশের চন্দ্রকে হাত বাড়িয়ে ধরেছি। পাত্রটী মনের মতন হয়েছে, বয়েস অতি অল্প, দেখ্‌তে যেন কার্ত্তিক আর লেখা পড়া বেশ জানে, ইন্‌জারী পড়ে সাহেবের কাছে কাছে ফেরে, পেন কলমে লেখে।

শুশী। (হাস্যবদনে) তা বেশ হয়েছে; আজ কাল ইন্‌জিরী না জান্‌লে কি মেয়ে দেওা যায়? আমার যেমন প্রেমদা তেম্নি পাত্র মিলেছে।

যেমন হাড়ি তেম্‌নি সরা না হইলেই হট হট করে ; তার চেয়ে অসুখ আর নাই ;--সে যা হৌক্‌ এদিককার রুধিরের বিষয় কিপর্য্যন্ত হল ?

অম্বি। কোন দিক্‌কার বিষয় !—ও,—হো, বুঝেছি, পোণাপোণের বিষয়; আমি যা করেছি তা;—আমি-ত তোমার, আর অন্য কারু নই; আমি যা করেছি, তা বেস জান্তে পার্‌বে ?

শুশী। তবু কত হল বলনা; বল্‌তে যে মুখে নাল পড়ে-গেল ? একবার প্রকাশ করে বল্‌তে কি মুখে আগুণ লাগে নাকি ? আ,-মর যে একটা কথায় বলে [ইল্‌দ যায় ধূলে; আর স্বভাব যায় মলে], কেমন কুচক্রেস্বভাব, একবার আর কোন কথা মুখ দিয়ে বেরয় না ?

অম্বি। [শুশীলার গলা ধরিয়া কাণে কাণে], চারিশো টাকা—

শুশী। চারিশো টাকা পোণ হয়েছে, তা,-বেস হয়েছে ; কিন্তু আমি আগে থাক্‌তে একটা কথা বলে রাখি, এবার টাকা-গুলি যেমনর ছয় করে উড়িয়ে দিওনা, খানকতক গয়না গড়িয়ে পর্ত্তে হবে ; এমন ঝোপে না কোপ মার্‌ব, তবে আর কোন সময় মার্‌ব বল, যা হক্‌ কি কি, গয়না করা যায় বল দেখি ?

অম্বি। আমি সকল গয়নার নাম করে যাই, এর মধ্যে তোমার কোন্‌ গুলো পচন্দ হয় বল,- সিঁতী, ঝুম্‌কো, কাণবালা, ঢেড়ী, বিবিয়ানা নত, বেসর, চিক্‌, পাঁচনলী, কন্টমালা, দানা, জসম, বাজু, তাবিজ, বালা, চুড়ী, হাত-মাদুলী, পলাকাটি, চন্দ্রহার-তাবিজ চাবিশিথ্‌লি, আর আটগাছা মল ইত্যাতি।—

শুশী। এই যে সকল গয়নারই নাম হল ; এখন হবে কোন গুলো শুনি ?—

অম্বি। কেন সকলি হবে ? যখন টাকা হয়েছে তখন গয়নার ভাবনা কি বল ?

শুশী। [মনদুঃখে] এমন কি অদৃষ্ট করেছি যে, সকল গয়না আমি পর্‌ব ? মাথা কাটা তপস্যা না থাকলে-আর কেউ-সকল গয়না পর্ত্তে পায় না ? তা কি আমার আছে ?

অশ্বি [উচ্চহাস্যে] তোমার মাথা কাটা তপস্যাই আছে; তুমি দেখো, বিয়ের পর দিনেই আমি সকল গয়না গড়িয়ে দেব ? যদি না দি-তা হলে আমাকে তাল্‌-লাক আছে।

শুশী। আচ্ছা,-তা-যেন দেবে ; বিবাহের রাত্রে কত গুলি লোক আস্‌তে বলেছ ?

অশ্বি। লোক আবার-কত আস্তে বল্‌ব ? লোকের মধ্যে বর আর-একটী-বামুন আস্‌বে ?

শুশী। সত্তি না-মিছে কথা বল্‌ছ ?

অশ্বি। [সক্রোধে] তোমার কাছে-যে মিছে বল্‌বে, সে দু বাপের বেটা ; কেমন হয়েছে, যেখানে মন, প্রাণ, শরীর সমুদয় সমর্পণ করেছি, সেখানে মিছে কথা ! হ্যাঁ, অপরের কাছে মিছে কথা কই বটে, তা বলে-তোমার কাছে কইনা, তা হলে যে, রাত দিন মিছে হবে।

শুশী। আমিও-তো-ঐ রকম চাই, ও রকম না হলে কি ঘরকন্না চলে ? ঐ যে একটা কথায় বলে [আটপিটে-দড় ; তো ঘোড়ার উপর চড়]—

অশ্বি। প্রিয়ে, তা আর আমাকে শেখাতে হবেনা, হাজার হক আমি তোমার চেয়ে একদিনের ও বড় আছি।

শুশী। বড় হলেই বুঝি বুদ্ধিতে বড় হয়, তা হয়না, বুদ্ধিকে যে বেশী খেলাতে পারে, সেই বুদ্ধিমান বড় ; বুদ্ধির কি হাত পা আছে, না ল্যাজ আছে-যে সকল বিষয় বুঝ্‌তে পারে সেই বুদ্ধিমান বড়।

অশ্বি। তা-বটে, সে যা হউক এখন কাল অবধি বিবাহের উদ্‌যোগ কর, বিবাহের দিন খুব নৈকট্য করা গেছে।

শশী। তা বেস করেছ, [স্বগত] টাকা গুলা একবার হাতে এলে হয়? টাকা গুলো হাতে না এলে আর মন সুস্থির হচ্ছেনা, [প্রকাশ্যে] দেখ, আর একটা কথা বড় মনে পড়েছে, গায়েহলুদের দিন কবে করেছ।

অম্বি। গায়ে হরিদ্রার আর দিন ক্ষেণ কি, পাঁচটী এয়ো ডেকে একদিন গায়ে হরিদ্রা দাওনা, তা বলে যেন বেশী দিন থাক্তে দিওনা, বিবাহের পূর্ব্ব দিন গায়ে হরিদ্রাটা দিও?

শশী। আচ্ছা তাই হবে,

[উভয়ের প্রস্থান।]

(নীরদা ও সুখদার প্রবেশ।)

নীরদা। ওলো সুখদা! তোকে যে আর দেক্‌তে পাওা যায়না লো, তুই যে দিন দিন ডুমুরের ফুল হচ্ছিস্; তোকে কি না দেখ্‌লে তোর ভাতার থাক্‌তে পারে না নাকি।

সুখদা। কেন-লো এত ঠাট্টা কেন, যৌবন কাল হলেই সকলেই ডুমুরের ফুল হোয়ে থাকে; এ বয়েসে কি ছেলে বেলার মতন খেলিয়ে বেড়াব। আপনার গায়ে হাত দিয়ে কথা কস্‌না, এইটে আমার ভারি দুঃখ হয়, কেন তোর ভাতার তোকে কি ভাল বাসে না।

নীরদা। ভাল বাসবেনে কেন, তা বলে কি দিন রাত্রিই ভাল বাস্‌তে হয়, ভাল বাস্‌বার সময়েই ভাল বেসে থাকে; সে যা হোক এখন কেমন আছিস বল,—

সুখদা। ভাই আমার থাকাথাকি কিবল, তবে মরিনী বেঁচে আছি,-তুই কেমন আছিস বল?

নীরদা। হ্যাঁলা আমার কথা আবার জিজ্ঞেসা কচ্ছিস; তুই যদি থাস ভাড়ে, তো আমি থাই ঘাটে; যে ভাতারের পাল্লায় পড়েছি দি দি, এতে কি আর মনের সুখ আছে, পোড়া কপালে

যে কলুর ঘানি টানার গরু ছিল, তা জানিনা। বানরের গলায় সোণার হার দিলে যেমন সে দাঁতে করে কেটে ফেলে- এ ও তাই,

সুখদা। ওলো, তোমাতে আমাতে এক জায়গায় বসে তপস্যা করেছিনু; তা না হলে এমত পতি মিলবে কেন বল। আমাদের এ অন্ধের করে দর্পণ দেওয়া হয়েছে, এ জন্মে মনের দুঃখ মনে মনেই রৈল, সে যা হোক ওলো আর সুনেছিস,—

নীরদা। না, কি বল দেখি,—

সুখদা। চক্রবর্ত্তীদের প্রেমদার রে,-যে, বর নাকি খুব ভাল, বয়েসও কাঁচা, লেখা পড়াও বেস জানে, যাহক ছুড়ীর কপাল ভাল!

নীরদা। [দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া] ভাই! কপাল সকলকারই ভাল; কেবল আমাদের কপাল মন্দ; দেখ ভাই, তবে একটা কথা বলি শোন! প্রথমে আমার একটী লোকের সঙ্গে সমন্দ হয়, সে মানুষটী এমনি সুন্দর! আর এমনি সুশ্রী! তা এক মুখে কি বলব, আর সকল গুণেই গুণাকর! তার সঙ্গে বে হবে আমি শুনে যেন আকাশের=চাঁদ হাতবাড়িয়ে ধরে ছিনু; ও ভাই তারপর হল কি, এমনি পোড়ার মুখো বাপ-মা ভাই যে, যে টাকা কিছু কম দিবে বল্লে বলে, তাকে না দিয়ে, চারি শো টাকা পোণ নিয়ে একটা আস্ত এঁড়ে গরু ধরে এনে বে দিয়েছে' এমনি তাতার হয়েছে, তাকে দেখ্‌লে মনে হয় যে, পৃথিবী যদি বিদীর্ণ হয় তা হলে আমি তাতে প্রবেশ করি। এমন অসভ্য ত্রিলোকে নাই, মূর্খের অগ্রগণ্য, বিদ্যার দফায় ক-অক্ষর গো মাংস, বয়েস প্রায় পঞ্চাশ বচর হবে, গো-হাড়ও দুটো একটা পড়েছে, মাথার চুল গুলি সমস্তই ধবলাকার, তবে ভুলে দুগাছি একগাছি কাচা আছে। চক্ষু দুটী কোটরাস্থ ঠিক যেন পবন পুত্র নয়ন মুদে রামরূপ ধ্যান কচ্ছেন;—ঠিক যেন গুপ্তী পাড়ার সং লো সং! এমন কপাল করেও জন্মেছিনু, চিরকালটা জ্বলে

পুড়ে মরে গেনু, সে যা হক, এখন প্রেমদার বিবাহের ধুম কেমন তা বল।

সুখদা। ধুম কিছুই হবেনা। বর বামুনে কাজ সার্‌বে শুনেছি, কিন্তু ধুন একটা খুব হবে!

নীরদা। কি ধুন একটা হবে লো।

সুখদা। কেন বাসর ঘরের ধুনটো খুব হবে।

নীরদা। তুই, বাসর জাগ্‌তে যাবি নাকি।

সুখদা। যাব না কেন! মেয়ে মানুষের বাসর জাগ্‌তে যাবেনা-ত কি পুরুষে জাগতে যাবে নাকি, তুই বুঝি যাবি না.—

নীরদা। না ভাই, আমার যাওা হবেনা, যে পোড়ার মুখো ভাতারের পাল্লায় পড়েছি, আমার কি আর আহ্লাদ আমোদ কর্‌বার যো-আছে, কত নুতন নূতন নাটকের গান শিখ্‌লাম, বিদ্যাসুন্দর খানি মুখস্থ করে রেখেছি, তা ভাই-সকলি পেটে জীর্ণ হোয়ে গেল, পেটের গুণ আর প্রকাশ কর্ত্তে পার্‌লাম না, এ জন্মটা ফাকেই ফাকেই গেল।

সুখদা। ফাকে ফাকে কাটালি তা আর হবেনা, তুই ভাই, রসিক হোয়ে বেরসীক হোয়ে গেছিস যেমন পূর্ণ-চন্দ্রকে ঘনাবৃত হলে দেখায়, তোমাকেও সেই রকম দেখাচ্ছে,—

নীরদা। ওলো সঙ্গ দোষেই গ্রাম নষ্ট হয়ে থাকে, আর কুপজলে গঙ্গাজল মিশালেই গঙ্গাজলের মাহাত্ম্য যায়! তা ভাই আমার তাই ঘটেছে, আমি কি আর আমাতে আছি।

সুখদা। [বিষণ্ণ চিত্তে] ভাই তুই যা বল্লি, আমার হৃদয়ে যেন শেল-সদৃশ-নাগ্‌ল, আহা! বিধির কি বিশৃঙ্খলা বিধি, চন্দ্রকে রাহুগ্রস্থ, সে[illegible]ক্ষনের অধিকার, ভুজঙ্গের মাথায় মাণিক, এই [illegible]ন মধ্যে উত্তম বস্তু সংযোজিত করে দিয়েছেন। [illegible] কলঙ্ক, প্রলয়ে বিচ্ছেদ, উর্ব্বরা ভূমিতে কটকী বৃক্ষ, [illegible] ঘর্ষণে অগ্নি উৎপত্তি, সৎবংশে কু-পুত্র,

আর এই কতকগুলি উত্তমে অধম বস্তু সংযোজিত করে দিয়েছেন। কালে কালে সকলি বিপরীত হচ্ছে, সমানে সমানে সংযোজিত হলে যে, কত সুখের আকর উৎপত্তি হয়, বোধ হয় করুণাময় জগদীশ্বর সে বিষয়ে অনভিজ্ঞ আছেন। কারণ তিনি নিজে অদ্বিতীয়, যুগল মিলনের অমীয় সুখ যে কি, তা তিনি অবগত নহেন, এই জন্যই তিনি পবিত্র প্রণয়ে প্রতিবাদী হয়ে থাকেন, [বাষ্পসকুল-লোচনে রোদন]

নীরদা। [দীর্ঘ নিশ্বাসে] আহা! তোর নীতিগর্ভ বাক্যগুলি শ্রবণে আমার মন বিনোদ সাগরে নিমগ্ন হল, কিন্তু ভাই এরমধ্যে একটী কথা আছে, যদিও তিনি যথার্থ প্রণয়ে প্রতিবাদী হোয়ে থাকেন বটে, তত্রাচ তিনি জগতের পিতা, সন্তান অতীব দোযাসক্ত হইলেও পিতা কখনই কোপিতা হইতে পারেননা। অহর্নিশিই সন্তানের হিতানুষ্ঠান করে থাকেন, জীবগণ স্বীয় স্বীয় কর্ম্মানুষ্ঠানে সুভাসুভ ফল প্রাপ্ত হয়, ও অকাল কালের করাল কারলে কবলীত হয়ে থাকে, তাঁর অনুমাত্রও দোষ দিতে পারিনা। আর এই সংসারের সুখ দুঃখ সকলি অলিক; যে হেতু যথার্থ সুখ উৎপাদনের নবীন পথ কেহ উদ্ভাবন করেনা, সে যা হোক আর কিছুই নয়, মনের দুঃখ মনেই মিশিয়ে গেল।

সুখদা। [সজল নেত্রে] ওলো, মনের দুঃখ মনেই থাকে তাতে কিছু ক্ষতি নাই, দুঃখ এই যে উহার যাতনা তরঙ্গে আতঙ্গেই প্রাণ বহির্গত হয়! দিন রাত্রি ভেবে ভেবে অস্থি চর্ম্ম সার হয়েছে। এ প্রকার অভাবনীয়, অচিন্তনীয় ভাবনা আর কতকাল ভাব্‌ব বল, ভাল আজ তোর সঙ্গে দেখা হয়ে মনের দুটো পাঁচটা কথা বার্ত্তা কয়ে আমার মনটা সুস্থ হয়েছে। এখনত ভাই তোর সঙ্গে অনেক কথাই হোল, বাসর জাগিতে যাবার কি হবে বল দেখি।

নীরদা। ভাই সে কথা এখন তোর সঙ্গে সত্য কর্ত্তে পারি নাই, কারণ আমি পরাধীন, স্বাধীন হলেও এক দিন সাহস কর্ত্তে পারতাম হুকুম না পেলে ত যেতে পারবনা।

সুখদা। এই তোর কেমন অন্যায় কথা, এক রাত্রি বাসর জেগে আহ্লাদ আমোদ করবি এতে কি তোকে নিষেধ করবেন।

নীরদা। ভাই, তা জাননা, এখনকার পুরুষ গুলোর মন ভারি অশুদ্ধ, তাদের আপনাদের মন যেমন, স্ত্রীলোকের মন ও তেমনি দেখে,

সুখদা। ভাই যা বল্লি তা বড় মিথ্যা নয়, এখন এই রকমই চাল চলেছে বটে, কালটা কেমন কুচক্রুরে পড়েছে যে, কুকর্ম্মেই সকলের মতি হয়ে থাকে, আর কেবল পুরুষের দোষই দাও কেন বল। স্ত্রীলোকই হচ্ছে কু, আর পুরুষে হচ্ছে কর্ম্ম, এই দুয়ে যোগ করে কু-কর্ম্ম হয়, তা ভাই এক হাতে কখন তালি বাজেনা।

নীরদা। [পরিহাস পূর্ব্বক] ভাই এক হাতে তালি বাজেনা বটে, কিন্তু তালি না পেলেত আর কেহ বাজাতে পারে না।

(উভয়ের হাস্য]

সুখদা। দেখ দেকিন, গায়ে পেড়ে না নিলে কি কথার উত্তর হয়ে থাকে। পূর্ব্ব-দিককে উত্তর বল্লে কি কখন উত্তর হয়ে থাকে।

নীরদা। ভাই সে যা হৌক,আমি অনেকক্ষণ এসেছি, এখন তবে যাই, যদি বেঁচে থাকি আবার দেখা হবে।

[উভয়ের প্রস্থান]

ইতি তৃতীয় অঙ্ক।

যবনীকা পতন

চতুর্থ অঙ্ক।

—০০✻০০—

[বাসর ঘর।]

সুখদা, মোক্ষদা, যশোদা, জ্ঞানদা, ক্ষীরদা, সকলের আসীনা, ও সারদার প্রবেশ।

সারদা। (হাস্য মুখে) আহা! আজ বাসর ঘরের কি শোভা হয়েছে, যেন সব চাঁদের হাট বসেছে; রতি-পতি স্ব-ধাম ত্যাগ করে যেন আমাদের বাসরাবাসে এসে উদয় হয়েছে। আ মরি মরি বেশ বেশ, গায়ে মেরে ঠেস, যেন রসকরা সন্দেশ।

নীরদা। আস্তে আজ্ঞে হয় সারদা বাবু-বলি; তোমার এত বিলম্ব হল কেন, কর্ত্তাকে কি ঘুম পাড়াইয়ে এলে নাকি।

সারদা। হ্যাঁ ভাই, ঘুম পাড়াইয়ে এলাম বটে, ঘুম না পাড়ালে কি আসিতে পারি। কেন ভাই তোমরা কি তোমাদের কর্ত্তাকে ঘুম পাড়াইয়ে আসিস্ না।

নীরদা। ওলো আমারা নিজে ঘুম পাড়াই না, আমাদের ঘুম পাড়াবার অপর লোক আছে, ভাই আমারা সকলে এসেছি, বটে কিন্তু এদিককার বিশয় এখন কিছুই কত্তে পারি না।

সারদা। তবে তোরা কেবল বসে বসে সিমূল ফুলেররূপ দেখছিস্ নাকি। আয় দেখি যুটে পেটে লাগা যাক।

নীরদা। (বরের নিকটে গিয়া] কি হে ভাই পুরুষমানুষ, বলি তোমার নাম কি বল দেখি।

বর। প্রথমে এক বারেই নামটা বলে ফেলব। নাম না বল্লে কি আমার সঙ্গে আলাপ করবেন নাকি।

নীরদা। ওহে নাম না বল্লে, কেমন করে তোমার সঙ্গে আলাপ করব বল, অগ্রে নাম ধাম জেনে রাখা ভাল, জানি কি কালটা বড় খারাপ পড়েছে, ছেড়ে দিয়ে ভেড়ে ধরার কি ফল আছে বল।

বর। দেখ তোমারা যার আশঙ্কা করছ তেমন কা পুরুষ আমি নই।

নীরদা। ওহে প্রথমে অমন কথা অনেকে বলে থাকে, কিন্তু শেষকালে শেষ করে ছেড়ে দেয়।

বর। সেটা উভয় পক্ষেই, সে যাহক তবে আমার নাম একান্তই বল্‌তে হবে, আমার নাম প্রমোদ।

নীরদা। [হাস্য মুখে] ভাই তোমার নামটী অতি উত্তম, আমাদের যেমন প্রেমদা, তুমিও তেমনি প্রমোদ হয়েছ, ঐ যে একটা কথায় বলে, উত্তমে উত্তম মিলে অধম অধমে, কোথায় মিলন হয় অধম উত্তমে, সে যা হোক ভাই, এখন তুমি একটী নূতন গান গাও দেখি শোনা যাক।

বর। দেখ; আমি বড় ভাল গাইতে পারি না, আর বিশেষঃ আমি তোমাদের কাছে এসেছি,আজকে তোমরা অগ্রে একটী গান গাও।

নীরদা। সেকি হে ভাই, মেয়ে মানুষে কি কখন গান গাইতে জানে। কে কোথায় কে শুনেছ বল, যে, মেয়ে মানুষে গান গাইতে জানে।

বর। অমন কথাটি বল্‌বেন না, আর মেয়েমানুষই হচ্ছে গাওনার অঙ্গ, মেয়েমানুষ না থাক্‌লে গাহনার কখন সৃষ্টি হোত না, মেয়েমানুষ হতেই পুরুষ গাহনা শিখে থাকে, তা ভাই তোমারা অগ্রে একটী গাও।

মোক্ষদা। ওলো শারদা, বুঝতে পাচ্ছিসনে, বাসর ঘর ঢুকে বয়ের লজ্জা হয়েছে! তা ভাই এক কায কর। না হয় তোরাই অগ্রে একটা গা।

নীরদা। আমারা অগ্রে গাই তার কিছু ক্ষতি নাই, কিন্তু ভাই পুরুষ মানুষের লজ্জা করা-ত বড় ভাল নয়।

মোক্ষদা। ওলো, সকল পুরুষ কি সমান হয়। ভাই আর একটী কথা বলি, বাসর ঘরে আজকে লজ্জা ও হতে পারে, বাসর ঘরে যদি লজ্জা না করবে, তবে কি স্ত্রী-পুরুষে শোবার সময় লজ্জা করবে নাকি।

নীরদা। কে জানে ভাই কেমন লজ্জা, [বরের প্রতি] ভাই তবে আমারাই অগ্রে একটী গাই, কিন্তু ভাই আমি অগ্রে একটী কথা বলে রাখি, আমার গাওনা বড় ভাল নয় যেন শুনে ঠাট্টা করেনা।

বর। [সলজ্জিতে] তবেই বুঝেছি, তুমি বেশ গাইতে জান। তা ভাই একটী গাও, আর বিলম্ব করোনা।

নীরদার গীত।

রাগিণী—তড়ি। তাল—একতালা।

"মন ব্যথা কব আমি কায়।
শুনে বুক আমার ফেটে যায়॥
সোণার প্রতিমা সীতা বনে যেতে চায়,
প্রিয় সখী, হল একি, ভাব দেখি,
পাগলিনী প্রায়,—
সোণার বরণ, না হেরি কখন, সে সীতা এখন,
কাননেতে যায়"।

বর। আহা! কি চমৎকার গীতটী শুনে আমার হৃদয় যেন আনন্দ-তরঙ্গে উথলে উঠেছে, বসন্তকালে কোকিলের স্বর যেমন সুমধুর, তোমার গীত ও আজ সেইরূপ শ্রবণ-বিবরে যেন অমৃত বর্ষণ হোল, তোমাকে পুনরায় আর একটী আদিরস সংঘটিত গীত গাইতে হবে, তার পর আমি গাইব!!!

নীরদা। ওহে মিষ্টি কুল পেয়ে কি আটি সুদ্ধ খাবে নাকি। আমি আর একটী না গাইলে তুমি গাইবে না, আচ্ছা তবে আর একটী গীত গাই।

নীরদার গীত।

রাগিণী—ইমন-কল্যান। তাল—আড়াঠেকা।

এ-মন কেন ভাব তারে।
যে তোমারে নিরন্তর, ভাসায়েছে দুঃখ-নীরে।
মন আপন হও, কেন তার নাম লও,
সখী সে যে বড় নিদারুণ, বিচ্ছেদ ব্যবসা করে।

নীরদা। ভাই এই-ত আমার গাওা সাঙ্গ হোল, এইবার তুমি একটী গাও দেখি শুনি।

বরের গীত।

রাগিণী—মূলতান। তাল—একতালা।
অমল কোমলে, শেত শত দলে,
বিরাজে কে শেতাঙ্গিণী।
যুগল চরণ কমলে, হেরে অলি দলে,
মধুপানে মত্ত অননি।
কিবা রূপ ছবি, হেরে রবি,
লুকাইল জ্যোতি যতনে।
তুষার হারে, গজ-মুক্তা হারে,
বাহারে বিহরে আপনি।
সর্ব্বানী বীণে-পাণি, ত্রিগুণ ধারিণী,
সপ্ত-স্বর তিন গ্রাম প্রকাশিণী।

ত্রিসপ্ত ভেদিনী, বসন্ত-রাগিণী,
রাগ উদ্দিপনী নারায়ণী।
তন্ত্র মন্ত্র যন্ত্র বেদান্ত কারিণী,
অগুণে তিমীর নাশিনী,
বসনা রসনার এসে বাগ-বাদিসী,
বসো মা বাস কর মা কুণ্ডলিনী,
দ্বিজ নন্দলালে পদে পতিত উদ্ধারিনী,
রেখো মা জগৎ-জননী।

জ্ঞানদা। আহা! গীতটীর ভাব শুনে, আমার মনের সামান্য ভাব তিরোহিত হোল, দেক দিকিন এমন না হলে কি গান যে গানে মায়ের নাম নাই সে গানই নয়—

নীরদা। তোমার আর ঠাকুরুণ-দিদীর মত বোল ছাড়্তে হবেনা। আহা-মরি মরি!!! কি পচন্দ দেখেছ? [সকলের মুখাবোলকন করিয়া] দেখ আমার প্রতি রাগ কেও করোনা ভাই? এ গীতটী ভাল বটে, তা বলে আজকের রাত্রে অমন গীত ভাল লাগেনা। [বরের প্রতি] ওহে ভাই নূতন মানুষ দুটো একটা আদিরস গাইবে, না, ঔষধ দিতে হবে।

বর। দেখ, ঔষধ না দিলে কি কখন রোগ কেটে থাকে? কিন্তু ঔষধটা নিদানের মতে দিও, যেন টোট্‌কা টাট্‌কী করোনা।

নীরদা। ভাই, তোমার যে রকম রোগ! এতে-ত নিদানের মতে ঔষধ খাট্‌বেনা তোমায় টোট্‌কা না কর্‌লে তোমার চট্‌কা ভাঙ্গিবে না।

বর। ঔষধ দাও তার ক্ষতি নাই, কিন্তু ঔষধ খাওা পাত্রটারই—

নীরদা। কেন, তোমার পাত্রের অভাব কি; তোমার-ত পাত্র হয়েছে।

বর উপযুক্ত পাত্র না হলে কি তাতে কাজ হয়ে থাকে? পাত্র বিবেচনা করে বল্লেই ভাল হোত।

ক্ষীরদা। কি তোরা করিস্ ভাই, ধানভান্তে শিবের গীত এনে ফেল্লি! এখন ওসব ফাল্‌ত কথা রাখ। ওহে-এখন একটি ভাল দেখে নূতন টপ্পা গাও দেখি।

বর। আমি তবে গাই; তোমারা সঙ্গত কর। যেন বেতাল করে অসঙ্গত করোনা। সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গত কত্তে না পাল্লেই তাল কেটে যাবে; খুব সাবধানে ঐ—

বরের গীত।

রাগিণী—ললিত-যোগীয়া—তাল ঠুংরী।

যামিনী কামিনী কাল ফণি।
এতিন কখন আপন নয়।
ভেবে দেখ মনে, এতিন মিলনে,
সদা শসঙ্কিতে থাকিতে হয়॥
নাহি ধর্ম্মাধর্ম্ম, না ছাড়ে স্ব-ধর্ম্ম,
স্ব-কর্ম্মে অধর্ম্ম সমুদয়।
অতি অবিশ্বাসী, বাস অসংসাহসী,
ভাবি দিবা নিশি, কখন কি হয়॥

ক্ষীরদা। [সকলের প্রতি] ওলো গীতের ভাব গুলি, কেমন এই-বার হয়েছে, যেমন গান গান কর্‌ছিলি তেম্‌নি গান গেয়েছে।

ক্ষীরদা। কেন-লো কি হয়েছে? গানটি-ত বেশ নিন্দেই বা কিসে হোল, তবে এ গানটিতে নারীর নিন্দে আছে? তা বলে এখন কি হবে বল? কোন গানে পুরুষের নিন্দে আছে, আর কোন্ গানে নারীর নিন্দে আছে, তা ওঁরই বা দোষ কি বল? গীত-ত আর ওঁর রচনা নয়, কবি মহোদয়েরা যেমন রচনা করেছেন, তেম্‌নি গেয়েছে?

ক্ষীরদা। এ গানটি বই কি আর গান ছিলনা; আমি যখন প্রথম গাই-লাম তাতে-ত এত দুষ্য নাই, এটি ভাই কি রকম গান হোল, আমি তবে এ গীতটির উত্তর গাই?

নীরদার গীত।

রাগিণী—খাম্বাজ তাল—আড়া।

রসিক হইয়া যদি অরসিকে সঁপে মন।
সে রসে বিরস হয়ে প্রাণ হয় জ্বালাতন॥
যদি বল সহ-বাসে, রসিক হইবে শেষে,
বুঝিয়া দেখ আভাসে, বাঁশে না হয় চন্দন।

মোক্ষদা। বাহা! বাহা! বেশ! বেশ! আহা! এ গীতটির কি চমৎকার ভাব। ওলো নীরদা তুই ভাই এমন মনোহরা গীত-গুলি কোথায় শিখ্‌লি, আর তুই গীত-গুলি গাইলে অমৃত বর্ষণ হয়, আজ এই গানটি গেয়ে আমাকে জন্মের মতন কিনে রাখিলি!!!

বর। হাঁ, এ গীতটি অতি উত্তম, আর ভাবের বেশ লালিত্য আছে তবে আর একটি গাও তোমাদের মুখে গান শুন্তে বেশ লাগে।

নীরদা। না হে এইবার তুমি গাও, এইবার তোমার পালা পড়েছে, আর বিশেষঃ আজকের রাত্রে তোমাকেই সমস্ত রাত্রি গাইতে হয়, আমারা যা গাই সে তোমারি ভাল?

বর। [সানুনয়ে] দেখ, আমি পালা হিসাব করে তোমাদের সঙ্গে গাইতে কি পারি? তোমারা সকলে অগ্রে এক একটি করে গাও, তারপর আমি গাইব?

সারদা। ভাই, তোরাই নয় সকলে একএকটা গা-না, আজকের আমাদের আমোদের দিন, সকলে আমোদ কত্তে এসেছিস্ আর বাসর ঘরে যদি না গাইবি তবে আর কোথায় গাইবি বল? যদি কপাল এ রূপ বিড়ালের ভাগ্যে সিকে ছিড়েছে—তা এতে কি চুপ করে বসে থাক্‌তে হয়? সকলে একটা একটা গা—ওলো যশোদা তুইই অগ্রে একটা গা-ত ভাই???

যশোদা। ভাই, আমার কি তেমন গলা আছে যে, তোমাদের অঙ্গে থুট মিলিয়ে গাইব? তবে আজকের রাত্রে গাইতে হয় বল্‌ছিস্, সেই জন্য একটী গাই শোন! যেন নিন্দে করিসনা!

যশোদার গীত।

রাগিণী—যোগিয়া। তাল—জৎ।

ভাল বাসিলে ভাল বাসা কি হয়।
চাঁদ হইলে উদয় চাঁদ ধরা দেবার নয়॥
দেখ চাঁদের ভালবাসা আছে, ধরা দেয় চকোরের কাছে,
সুধা-দানে সুখে রাখে মন;
মন যদি ঐক্য থাকে, প্রেম ঘটে চকে চকে,
নয়নের কোণে প্রেম লুকাইয়ে রয়।

বর। আহা! কি চমৎকার গীতটী, গীতটী শুনে মনে যেন নব অনুরাগের বিসয়ে অতীব সতর্ক হতে হয়! যেমন কু-পথগামীকে সৎপথ দর্শাইলে; ও ধ্বান্ত নিশীথে শুধাংশু উদয় হইলে ও তিমীর আলোক দর্শন করিলে মন যেমন সানন্দ সাগরে নিমগ্ন হয়; আমি বোধ করি এই গানটী শ্রবণ করে সকলের মন সেই প্রকার হয়ে থাক্‌বে?

নীরদা। হাঁ, তা হয়ে থাক্‌বে বটে, তোমার আর উপমা দিয়ে সংগীতের প্রশংশা করিবার প্রয়োজন নাই, এক্ষেণে তুমি একটী গান গাও?

বর। [সানুনয়ে] দেখ, আমি-ত গাইবই; তত্রাচ, উনি গাইলেন, গাওনার অনুকরণ না করিলে উঁহার মনে উৎসাহ প্রাপ্ত হবে কেন? আর আপনাদের দলের মধ্যে এখন অনেকে গাইতে বাকি আছে? তাঁদের অগ্রে গাইতে বলুন।

নীরদা। ওলো এটা জাল ছেড়া পোলুই ভাঙা, একে কথার দ্বারায় কিছু হবেনা; বলি ওহে তোমার যদি গাইতে কষ্ট বোধ হয়, কিম্বা লজ্জা করে, তাই আমাদের প্রকাশ করে বল, তার উচিৎ আমারা করি?

বর। দেখ, গান গাইতে কি কার কষ্ট বোধ হয়ে থাকে? তা কখনই হয় না? বরং লোকের মনে হর্ষ-তরঙ্গ উদ্দীপন হয়ে থাকে।

আর আপনাদের নিকট আমার লজ্জাই বা কি! যখন আপনাদের হস্তে মন প্রাণ সকল সমর্পণ করেছি, তখন আমার কিছুই নাই; আমার এখন এই ইচ্ছা যে, আপনাদের সকলের গীত এক একটি শুনি; এতে যদি আপনারা অসন্তোষ হন্ তা হলে আমি আর বল্‌তে ইচ্ছা করিনা।

নীরদা। ওলো, বুঝেছি আর বল্‌তে হবেনা? এখন এক কাজ কর ভাই, তোরা সকলে এক একটা করে গা, তার পর বুঝ্‌ব, যখন বারম্বার ঐ কথা হচ্ছে, তখন আর কাল-বিলম্ব করায় প্রয়োজন নাই, ওলো ক্ষীরদা তুই একটা গা-ত ভাই।

ক্ষীরদার গীত।

রাগিণী—সুরট-মল্লার। তাল—আড়াঠেকা।

কেন ধনী পরে পর ভাবিস তোরা পরস্পরে।
পর না হইলে পরে সুখ হয় কি অতঃপরে॥
আসিয়ে পৃথিবী-পরে, জন্মাতে হয় পর ঘরে,
বিবাহ করিয়ে পরে, লয়ে যায় তার পরে।
আছে এমনি পূর্ব্বাপরে, মন সঁপিতে হয় লো পরে,
মুক্তিপদ পায় কি পরে, না ভজিলে পরাৎপরে॥

জ্ঞানদা। ভাই! আমি তবে এইবার একটী গাই।

জ্ঞানদার গীত।

রাগিণী—কাল্লাংড়া। তাল—কাওয়ালী।

তুমি তার কিসে লাগরে জাদুমনি।
এসে ফিরে গেছে হেরে, কত শত নৃপমনি॥
ডুব দিয়ে খেতে চাও জল, তাতেই কি-রে পাবে ফল,
প্রবল নদীতে তৃণ দিলে দু-খানি।
একি অন্ধেরে পেয়েছ, তার আশা করে আছ,
আগে খেয়েছ জাদু ফোর-ত গননি;
করেছিলে যে মন্ত্রণা, ফলে তার কিছু ফলে না,

পত্রেতে গিয়েছে জানা বৃক্ষের যে শ্রেণী ;
ছল করে মালা গেঁথেছ, তাতেই কি তার মন পেয়েছ,
ঘু ঘু দেখেছ জাদু ফাঁদ-ত দেখনি।

নীরদা। ওলো, সারদা এইবার তুই একটী গা-ত ভাই !

সারদার গীত।

রাগিণী—বাহার। তাল—খেম্‌টা।

প্রেম-ত শুখের বটে বিচ্ছেদে যায় প্রাণ।
তুলো যেমন শুন্তে নরম ধুন্তে যায় জান ॥
প্রেম করা নয় আমীরি, বিচ্ছেদে ধরায় ফকীরি,
ক্ষীরের ভিতর বিষের ছুরি, কে জানে সন্ধান।

নীরদা। বাহা বাহা ! ওলো সারদা তুই এর মধ্যে কিছু বেশী মজা নিলি ; তোর পেটে এত গুণ ছিল, তা আমি জানি না ? তুই যে ভস্মাবৃত অনলের ন্যায় লো ! ওমা কোথা হরিদ্বার আর কোথা গঙ্গা সাগর ;—যা হক্ ভাই, এই গানটী গেয়ে আমার প্রাণ বড় খুসি কল্লি ? [শুখদার প্রতি] ওলো শুখদা, এই-বার ভাই তুই হলেই হয়, নে ভাই চট্ পট্ করে গেয়ে নে রাত্রিও আর বড় বেসি নাই ; এখন নুতন মানুষের গান শুন্তে বাকি আছে ?

শুখোদার গীত।

রাগিণী—বেহাগ। তাল—কাওয়ালী।

সোনার জাদু কেন ডাক মাসী মাসী বলে।
মরি তোর দুঃখানলে ;
আমার ইচ্ছে হয় প্রাণ ত্যজি অনলে।
বিদেশী আসি বিদেশে, বীরসিংহ রাজার দেশে,
পড়িয়ে কোটালের হাতে প্রাণ হারালে ;
লোভে মজিলে, কু-কর্ম্ম করিলে,
শুধা লাভ হবে বলে প্রেম-সিন্ধু-মথিলে ;

তাহে বিধি বাদ সাধিলে,
তোমার অমৃতে বিষ হল কপালে।

নীরদা। [স্বগত] আ! এই বার ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেল? [বরের প্রতি] ওহে ভাই, এবার আর ওজর দেবার পথ নাই, এই বার-ত গাইতে হবে?

বর। [হাস্যাস্যে] দেখ, এ-ত পরম সুখের বিষয়! আজকের রাত্রে সকলে এক একটা না গাইলে কি আমোদ আহ্লাদ হয়ে থাকে! আর আহ্লাদ আমোদ কি এক জনে হয়ে থাকে! তা কখনই হয় না, পাঁচ জন একত্রে সমতে হয়েই আহ্লাদ আমোদ কর্ত্তে হয়, দেখুন এই সংসারে আহ্লাদ আমোদ করে যদ্দিন যায় সেই ভাল! দিবানিশি সদানন্দে থেকে আর সদানন্দের পাদপদ্মে শরন করে জীবন যাপন কর্ত্তে পারলে তার চেয়ে আর সুখের বিষয় কি আছে? তবে আমি এক্ষণে একটী গাই?

বরের গীত।

রাগিণী—কালাংড়া। তাল—আড়খেমটা।

তবে চট্‌করে কায সার।
তোমার দপ্তর দোয়াত বাহির কর।
এক কলমে দিবে ঠেলা, দেখো যেন হয় না বেলা,
এবার বেলা আপনার বেলা, রাজবালা,
কেন মিছে হও অধর।
একটু খানি বেলা দেখে, কত বল্লে বাঁকা-মুখে,
আমি মরি তোমার দুঃখে, রই অসুখে,
তোমায় কি লো ভাবি পর।

নীরদা। আহা! দেখ দেকিন, গীতটী শুন্তে কেমন লাগ্‌লো? যেমন পুরুষ মানুষের মুখে গীত শুন্তে মিষ্টি লাগে তেমন স্ত্রীলোকের মুখে কখনই ভাল লাগে না, তোমারা কত জায়গায় বেড়াও,

ভালং গীত শিখে এস, আমরা-ত আর তা পারি না, তবে ভাই শীঘ্রীং আর গুটিকত গাও ; যদি আমাদের সৌভাগ্যক্রমে তোমার আজ দেখা পেয়েছি, আর ভাগ্যে আমাদের প্রেম-দার বিবাহের ফুল ফুটে ছিল, তাই, এই আমোদ আহ্লাদ হল, নৈলে কি আর হত, আবার তুমি কত দিনে আসিবে, বেঁচে যদি থাকি-ত দেখা হবে, নয়-ত এই পর্য্যন্তই শেষ দেখা হলো।

বর। দেখুন, আপনি যখন কথাগুলি প্রয়োগ করেন, আমার শ্রবণ বিবরে যেন অমৃত বর্ষণ হয় ; আমি আর কিছুই ভাবি না, আপনাদের সঙ্গে সন্দর্শন হওয়াতে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হলাম, কারণ আমি আপনাদের অদর্শন হয়ে কেমন করে এ দেহ ধারণ করব, তাই ভাবছি, আপনাদের সঙ্গে আমার দেখা না হওয়াই ভাল ছিল, যেমন পতঙ্গদল অন্ধকারে থাকলে তাহাদের কোন কষ্টই হয় না ; কিন্তু আলোক দেখিলেই অমনি স্বীয় জীবন সমর্পণ করে, তা আমার তাই ঘটেছে, [দীর্ঘ নিশ্বাস];—

নীরদা। ওহে ; প্রণয়কে যে, অমূল্য-রত্ন বলে সে নিজে অপ্রনয়ী; কারণ, পরস্পর যথার্থ প্রণয় সংঘটন হলে, সে প্রণয়ে যদি বিচ্ছেদ ঘটে তা-হলে উভয়েরই জীবন সংহার হইবার সম্ভাপনা ? এই জন্য প্রণয়কে আমি হলাহল সদৃশ বিবেচনা করিয়া থাকি, এই অবনী-মণ্ডলে যথার্থ প্রণয় ব্রতে কেহ যেন ব্রতী না হয় ? আর প্রণয় যে কি পদার্থ, তা দেবাদিদেব মহাদেবই যথার্থ অবগত আছেন। কারণ, তিনি প্রণয়ে উন্মত্ত হয়ে চির-বাগাম্বর পরিধান করে চিরকালই শ্মশান ভূমিতে বাস করে থাকেন ; সে প্রণয়ের ভাব আমারা সামান্য বুদ্ধিতে কি বুঝ্ব বল, তবে জন-সমাজে থাকতে হলে লোকের সঙ্গে মুখের প্রণয় রাখা অতীব কর্ত্তব্য তা-না হলে লোকাচারে বিরুদ্ধ ঘটিয়া থাকে ?

বর। হাঁ, সে কথা যথার্থ, কিন্তু দেখুন, প্রণয়ের যথার্থ পাত্র না হলেই অপ্রণয় ঘটে থাকে, বামনে চন্দ্র ধরা, আর অকুল-সাগর সাঁতারে

পার হওয়া, এ কখনই সম্ভব হইতে পারেনা। সে যা হৌক এই প্রণয় সজ্বটিত একটি গীত বলি তবে শোন।

রাগিণী—বিভাষ। তাল—কাওয়ালী।

দেখ একরূপ প্রেমধন নয়।
বহুরূপ আছে প্রেম যে যা ভাবে বেচে লয়॥
যৌবন কুসুম কলি চন্দ্র সমোদয়,
নিশিতে কুসুম যেমন বাসি হলে বাস ক্ষয়,
জোয়ার ভাটার বারি কোন স্থানে স্থিতি রয়,
ঠিকা প্রেমের মুখে আগুণ দুঃখ সুখ কিছুই নয়।
আর এক প্রেমেতে দেখ শঙ্কর সন্ন্যাসী হয়,
শুকদেব সুখ ত্যজে গৃহবাসী কভু নয়,
ধ্রুব ধ্রুব জ্ঞান পেলে পরম পদার্থ,
এরূপ প্রেমেতে মন মজে যার যথার্থ,
এরূপ করিলে প্রেম জগতে সুখ্যাতি রয়॥

নীরদা। আহা! কি সুন্দর গীতটী! গীতটীতে সকল প্রকার প্রেমের আভাস প্রকাশ আছে? যেমন এক চতুর্ম্মুখে চারিটী গুণ, তেমনি এ গীতটীতে নানা গুণ সজ্বটিত বটে, তোমার এই গীতটী শুনে আমার অন্তর যেন অমৃতে অভিষিক্ত হইল?

বর। [হর্ষোৎফুল্ল লোচনে] ভাই, আমি তোমাদের একটী কথা জিজ্ঞেসা করি, তোমারা যদি রাগ না কর, তা-হলে বলি?

নীরদা। কি কথা বলনা? তুমি একটা কথা বল্‌বে, আমারা তাতে রাগ করব? এমন রাগের মুখে আগুণ,—

বর। দেখুন, প্রায় সমস্ত রাত্রিই-ত গাহনার আমোদে কেটে গেল! কিন্তু গাহনা গাহনা-ত' একঘাই ভাল-লাগেনা? তোমাদের এর মধ্যে যদি কেহ নাচ্‌তে টাচ্‌তে জানেন, তা-হলে একবার নাচ্‌লে ভাল হয় না?

নীরদা। [ঈষদ্ধাস্যে] ওহে, তুমি কি নাচ দেখ্‌তে এত ভাল বাস?

তা এতক্ষণ বল্‌তে পারনা? না হয় কল্‌কেতায় থেকে এক দল বাইওলী আনা যে-তো; ভাই আমারা কি বাইওলীর মত নাচ্‌তে জানি যে, তোমাকে নাচ দেখাব?

বর। [অধঃবদনে] বলি তা নয়, অনেক স্ত্রী-লোকে নাচ শিখে রাখে, এবং এই রকম কৌতুক-তরঙ্গে মগ্ন হয়ে নৃত্য করে থাকেন? যাহারা ষড়রসে প্রেম অধ্যায়ণ করেন, তাঁহারা প্রায় সকল বিষয়ই কিছু২ জেনে রাখেন; এবং তাহাদিগকে রসিক ও রসিকা বলে পণ্ডিত প্রবরেরা আখ্যা প্রদান করেন?

নীরদা। না ভাই, আমারা কেহ নাচ শিক্ষা করি নাই, আর নাচ কে আমাদের শিখাবে ভাই; আমারা গৃহস্থ-ঘরে জন্ম গ্রহণ করে সকল সুখাভিলাসই অন্তর্গত করিয়াছি, এবং এর মধ্যেই যা যৎকিঞ্চিৎ যখন হয়ে উঠে, তখন সেই রকম অর্থাৎ এই প্রকার আহ্লাদ আমোদ করে থাকি?

বর। এ অতি উত্তম কথা, জীবনের যে যথার্থ সুখ সম্পাদন করা,— তা প্রায় কাহার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই; মনের দুঃখ-সাগরের তরঙ্গের ন্যায় উত্থিত হয় ও বিনাস প্রাপ্ত হয়ে থাকে?

নীরদা। [সচকিতে] ঐ-যা-এই যে রাত্রি একবারেই প্রভাতা হয়েছে; গগণের নক্ষত্রগুলি যেন পরিশুষ্ক কুসুমের ন্যায় দেখাচ্ছে [বরের প্রতি] ওহে ভাই এইবার আমাদের বিদায় দাও, আমারা যে যার স্ব-স্থানে প্রস্থান করি, যদি বেঁচে থাকি, তা হলে পুনরায় আবার দেখা হবে?

বর। [বিষন্ন-বদনে] দেখ, তোমাদের এ কথার উত্তর প্রদান কর্ত্তে আমার কলেবর যেন জীবন শূন্য হয়; সে যা হৌক, এখনজগদী-শ্বরের নিকট এই প্রার্থনা যেন তোমাদের সকলকার সহিত পুনরায় অচিরাৎ সন্দর্শন হয়, আর অধিক কি বলব?

[সকলের প্রস্থান]

ইতি চতুর্থ অঙ্ক।

প্রভাত-বর্ণন।

যামিনী হইল শেষ, উষা ধরি চারু বেশ,
আসে ধনী হাসিতে হাসিতে।
গগনে দোলে শুক-তারা, কিবা শোভা মনোহরা,
অপরূপ হইল প্রাচিতে॥
খগীর প্রতাপ আর, নাহি হেরি পুর্ব্বাকার,
ত্রাস পেয়ে পলায় রজনী।
দেখিয়া পতির গতি, দুঃখ পেয়ে রসবতী,
জলে জ্বলে কুমুদিনী ধনী॥
চকোরিণী বিষাদিত, হইল তাপিত চিত,
যথোচিত দুঃখ পেয়ে মনে
বিচিত্র নক্ষত্র হার, ছিল অতি চমৎকার,
নিরাকার হইল এক্ষণে॥
নীহারে ছাইল ধরা, দুর্ব্বাদল মনোহরা,
আহা! ধরা নব ভাব ধরে।
শাখি পরে পাখীগণ, হয়ে সানন্দিত মন,
মঙ্গল গাইছে ভাব ভরে॥
নদ নদী সরোবর, স্থির নীর মনোহর,
প্রমোল্লাসে ভাসে সরোজিনী।
কুসুম কানন চয়, হইল প্রফুল্লময়,
মন দুঃখে ভাবে তমস্বিনী॥
লোলুপ মধুপগণ; হয়ে সানন্দিত মন,
গুণ গুণ রবেতে নাচিল।
মলয়ার বায়ুভরে, হৃদয় প্রফুল্ল করে,
একবারে অসুখ নাশিল॥
নিদ্রা ত্যজি জীব-চয়, হেরিয়া মোহিত হয়,

স্বভাবের অপরূপ ভাবে।
কৃতজ্ঞতা-রসে মন, শিব হেতু প্রতিক্ষণ,
দ্বিজগণ সদাশিবে ভাবে॥
শ্রীদুর্গা স্মরণ করি, মুখে বলি হর হরি,
গাত্রোত্থান করে নর নারী।
করিয়া একান্ত মন, করে বেদ উচ্চারণ,
সুশীল সুশান্ত ব্রহ্ম-চারী॥
নবীনা যুবতী-চয়, হেরিয়া নিশির ক্ষয়,
বিষাদিনী হইল কাতরা।
প্রভাত প্রমাদ গণি, ছাড়িবারে গুণমনি,
মনে মনে হল আধমরা॥
বিরহিণী যত ধনী, কিবা দিবা কি রজনী,
তাদের সমান ভাব আছে।
প্রণয়ী-যুবকগণ, হয়ে নিরানন্দ মন,
বিদায় লইছে প্রিয়ে কাছে॥
গৃহের গৃহিণী যারা, মুখে বলে তারা তারা,
ত্বরায় ধাইছে গৃহ কাযে।
কেহ ডাকে বৌ-ঝিরে, উঠ উঠ দাসী ঝিরে,
এত ঘুম গৃহস্তে কি সাজে॥
কেহ লয়ে হীরাবলী, প্রাতঃস্নানে যায় চলি,
এই মত কুলাঙ্গণাগণ।
নিজ২ কাযে রত, সাধে সাধ মনোমত,
কেহ গৃহ কাযেতে মগন॥
প্রবাসী প্রবাসে যত, সুখে ভাসে অবিরত,
দুঃখের রজনী পোহাইল।
সংযোগী এমন কালে, পড়িয়া বিপদ জালে,
কত ভাব ভাবিতে লাগিল॥

কৃষি নিজ কাযে ধায়, গোপাল গোধনে যায়,
ভূপালের হর্ষের উদয়।
শিশু প্রসূতীর কোলে, আনন্দ হৃদয়ে দোলে,
পঠার্থি পাঠেতে মগ্ন হয়॥
হেরি স্বভাবের ছবি, ভাব-ভরে বসে কবি,
মনে মন মিশাইয়া থাকে।
আহা মরি কি সময়, হৃদয় প্রফুল্ল হয়,
যাহা মন জগদীশে ডাকে॥
ক্রমশঃ বিমান শোভা, কাঁচা সোণা সম আভা,
অপরূপ রূপ ধরে হরি।
প্রফুল্ল হইল রবি, হেম ঘট পূর্ণ ছবি,
উদয় হইল নভোপরি॥
ঘুচিল পরম দুঃখ, পাইল পরম সুখ,
মুখ তুলে হাসে কমলিনী!
ক্ষবি কর বিনোদিনী, পতি প্রেমে উন্মাদিনী,
দুঃখ অন্ত পোহাল রজনী॥

সম্পূর্ণ।